দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN. 1 6 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

কলেজটি সরকারীকরণের প্রতিশ্রুতি কয়েকবার পাইলেও-

সৈয়দপুর সংবাদদাতা ॥ ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত অত্রাঞ্চলের অন্যতম সৈয়দপুর কলেজ কয়েকবার প্রতিশ্রুতি পাইলেও আজও সরকারীকরণ করা হয় নাই। এই কলেজের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ১৯৭০-৭১ সালে তৎকালীন ঢাকাস্থ ডি,পি,আই কর্তৃক কলেজটি সরকারীকরণের ব্যাপারে পত্র চালাচালি হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনকালে তাহা স্থগিত হইয়া যায়। পরবর্তীতে '৮০-৮১ সালে বিএনপি সরকারের আমলে কলেজটিকে সরকারীকরণের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিখিত নির্দেশ দেন। কিন্তু কয়েকবার চিঠি চালাচালির পর আবার সেই নির্দেশ ধামাচাপা পড়িয়া যায়। পরবর্তীতে '৯২-৯৩ সালে খালেদা জিয়া সরকারের আমলে সরকারীকরণের নির্দেশ দেওয়া হইলে তাহাও বাস্তবায়িত না হইয়া ধামাচাপা পড়িয়া যায়। অথচ নীলফামারী জেলায় আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত দুইটি কলেজ সরকারীকরণ করা হইয়াছে। বর্তমানে ১৪ একর জমির উপর কলেজটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মনোরম পরিবেশে দোতলা ভবনটিতে ৩৬টি শ্রেণীকক্ষ রহিয়াছে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমানে দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। শিক্ষক সংখ্যা ৩২ জন। তবে আরও ১৬ জন শিক্ষক প্রয়োজন রহিয়াছে। ইংরেজী, বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষার কয়েক হাজার বই সমৃদ্ধ পাঠাগার রহিয়াছে। সংরক্ষণের অভাবে সেইসব মূল্যবান বই নষ্ট হইতেছে। বর্তমানে কলেজটির আয় অত্যন্ত কম। ফলে শিক্ষকগণ ২/৩ মাস যাবৎ বেতন পান না। পরীক্ষার পূর্বে অবশ্য বকেয়া বেতন সংগৃহীত হইলে শিক্ষকদের বেতন শোধ করা হয়। আবর্তক মঞ্জুরীর অর্থও ইদানীং সময়মত পাওয়া যায় না।

২ লক্ষাধিক জনগণ অধ্যুষিত প্রথম শ্রেণীর এই পৌর এলাকার স্নাতক কলেজটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া চলিয়াছে। পাকিস্তান আমল হইতে কলেজটির ফলাফল ভাল। এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া কলেজটিকে সরকারীকরণের প্রক্রিয়া বার বার করা হইলেও অজ্ঞাত কারণে তাহা ধামাচাপা পড়ে।